যুগান্তর

তারিখ 17 MAY 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে

আগামীকাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর কোর্সে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত খসড়া নীতিমালা-২০১২ আগামীই প্রণীত হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীরকে সভাপতি ও অতিরিক্ত সচিব আকতারি মমতাজকে সদস্য সচিব করে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি কয়েক দফা বৈঠক শেষে নীতিমালাটির খসড়া চূড়ান্ত করেছে। কাল সর্বসম্মতিক্রমে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করতে বিশেষ সভা ডেকেছেন কমিটির সভাপতি। ওই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে নীতিমালাটি চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্র এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, স্বাস্থ্য সেক্টরে প্রতিক্ষেত্রে হাসপাতাল ও সেবা কেন্দ্রে শতকরা ৫০ ভাগ চিকিৎসকের পদ শূন্য পড়ে থাকছে। দেশের অভ্যন্তরে এর উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়নের নামে প্রেষণ, শিক্ষা ও অন্যান্য ছুটিতে থাকায় এ শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে এমনটি চলছে। ২০০১ সালে প্রণীত প্রেষণ নীতিমালা থাকলেও তা রয়েছে কাগজে কলমে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মনিটরিং ও সুপারভিশনের অভাব, ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থী, সুপেশ সদস্য ও চিকিৎসক নেতাদের প্রভাব খাটিয়ে অতিরিক্ত ছুটি বাড়ানোর ফলে চিকিৎসকদের কর্মস্থলে সময়মতো ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। বর্তমানে প্রতি বছর চিকিৎসা উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন কোর্সে ২ হাজার ৩শ চিকিৎসক ভর্তি হচ্ছেন। কোর্সের বিভিন্ন মেয়াদের কারণে সারা বছর প্রায় ৭ হাজার চিকিৎসক প্রেষণে বিভিন্ন ছুটিতে থাকেন। এ কারণে দেশের হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্যসেবা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকরা তাদের খেয়ালখুশি মতো ভর্তি ও পড়াশোনা করার কারণে বিশেষ বিভাগে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে না। জেনিক সার্জেন ও এনেস্থেসিয়ার মতো বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি হচ্ছে না।

প্রস্তাবিত নীতিমালায় যা বলা হয়েছে —

প্রেষণের যোগ্যতা : প্রেষণে ছুটি পাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে বাধ্যতামূলকভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অথবা তদনিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুই বছর চাকরি করতে হবে। এতদ্ব্যতীত নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা শর্তপূরণ সাপেক্ষে প্রেষণপ্রাপ্তির যোগ্য হবেন। কোন প্রার্থী কোন বিষয়ে নিজের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত হলে পরবর্তী সময়ে ওই বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ বা ছুটি পাবেন না। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় (ডিপ্লোমা) উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রি অর্জনের তিন বছর পর একই বিষয়ে এমএস/ এমডি/ এমফিল সমপর্যায়ের ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রেষণ পাবেন। একই প্রার্থী সমপর্যায়ের একাধিক ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রেষণ পাবেন না। কোন একজন প্রার্থী অনুত্তীর্ণ/ কোর্স আউট/ মেধ্যে কোর্স ত্যাগ করলে বা প্রেষণ বাতিল করলে ওই প্রার্থী আর কোন কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোন ধরনের ছুটি পাবেন না। কোন প্রার্থীর বয়স ৪৫ বছরের পর আর প্রেষণে ছুটি পাবেন না। তবে বিশেষ বিবেচনায় তাকে কোর্স সম্পন্ন করার প্রয়োজনে শিক্ষা ছুটি কিংবা বিনাবেতনে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। তবে বয়স ৫০ হলে আর প্রেষণে বা ছুটি পাবেন না। জেনিক সার্জেনের বিভিন্ন বিষয়ে চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম দুই বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত শিথিল হবে।

সাবস্পেশালিটির যোগ্যতা : কোন প্রার্থী স্নাতকোত্তরের ক্ষেত্রে কোনক্রমে ডিগ্রি অর্জনের তিন বছর পরই কেবল সাবস্পেশালিটি ডিগ্রির জন্য আবেদন করতে পারবেন। একটি এমএস করার পর পিএইচডিকে সাবস্পেশালিটি গণ্য করে প্রেষণ দেয়া হবে না।

আবেদনের অযোগ্য নিয়মাবলী : স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত/ অতিরিক্ত/ নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা আবেদনের/ প্রতিষ্ঠানে মাইগ্রেশনের সুযোগ পাবেন না। কোন প্রার্থী একটি কোর্সে প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে অন্য কোন কোর্সে সুযোগ পাবেন না এবং কোন প্রার্থী কোন একটি কোর্সে নির্বাচিত হয়ে প্রেষণ/ পিতৃত্বটি বা অসাধারণ ছুটি প্রাপ্ত হলে তিনি অন্য কোন কোর্সে বা প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রেষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ডিগ্রি অর্জন করার পর ন্যূনতম ৫ বছর সরকারি চাকরি করবেন— এই মর্মে ফুলেবন্ড প্রদান করতে হবে। কোন চিকিৎসক পাঁচ বছরের মধ্যে চাকরি ত্যাগ করলে ১৫ লাখ টাকা সরকারকে দিতে হবে। তথ্য গোপন করে অন্য কোর্সে নির্বাচিত হলে ছুটি মঞ্জুর করা হবে না বরং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোর্সের মেয়াদ যাই হোক না কেন সর্বোচ্চ তিন বছর প্রেষণ প্রদান করা হবে। কোর্স চলাকালে ওএসডি হয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে থাকবেন এবং তার পদটি শূন্য ধরা হবে। কোর্স সম্পন্ন করার জন্য প্রেষণের সময় বৃদ্ধি করা হবে না। কোন চিকিৎসক কোর্সে প্রেষণ/ প্রশিক্ষণ ও ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে প্রাইভেট প্রাকটিস করতে পারবে না।